দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 11 JAN 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

মাদ্রাসায় আধুনিক শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করেছে -শিক্ষামন্ত্রী

কতিপয় ব্যক্তি সরকারের সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষকদের ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে

-জমিয়াতুল মোদার্রেছীন মহাসচিব

মো: শামসুল আলম খান ঃ সরকার মাদ্রাসায় আধুনিক শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করেছে বলে মন্তব্য করেছেন, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি। তিনি বলেন, আওয়ামীলীগে ভোট দিলে ইসলাম থাকবে না বলে প্রচার করা হয়। অথচ আল্লাহ নিজেই ইসলামের হেফাজতকারী। বর্তমান সরকার ৩৫ টি মাদ্রাসাকে মডেল মাদ্রাসা করে দিয়েছে। ৩১ টি মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করেছে।

তিনি বলেন, বৃটিশ, পাকিস্তান কিংবা সৎ লোকের শাসন নামধারীরা ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় করেনি। কোন বিশ্ববিদ্যালয় এতো তাড়াতাড়ি হয় না। একশ' বছরেও যা হয়নি তা এ সরকার করেছে। ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এখন বাদ বাকী কাজগুলো করতে দেরী হচ্ছে। তবে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যেই বাকী কাজগুলো সম্পন্ন হবে।

শনিবার রাত সোয়া ৮ টায় ময়মনসিংহ শহরের সার্কিট হাউজে দেশের মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। মতবিনিময় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ময়মনসিংহ জেলা জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি প্রিন্সিপাল ড.ইদ্রিস খান।

এ সময় ধর্মমন্ত্রী প্রিন্সিপাল মতিউর রহমান, ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মো: শাহেদুল খবির চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক ড.এস.এম.ওয়াহিদুজ্জামান, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুর রউফ মিয়া, যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মো: আলাউদ্দিন মিয়া, বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক জিয়াউল হক, দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আহমেদ হোসেন, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ.কে.এম.ছায়েফ উল্যা, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব মাওলানা শাব্বির আহমেদ মোমতাজী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ঐতিহ্যবাহী কাতলাসেন কাদেরিয়া কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব মাদানীসহ জেলা ও বিভিন্ন উপজেলা থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের মাদ্রাসা শিক্ষক ও জমিয়াতুল মোদার্রেছীন নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। এ সময় মন্ত্রীকে জেলা জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুরুতেই মাদ্রাসা শিক্ষক ও জমিয়াতুল মোদার্রেছীন নেতৃবৃন্দকে সালাম জানান শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, আমি অভিভূত, আনন্দিত ও সম্মানিত হয়েছি আপনাদের অংশগ্রহণে। আপনাদের ভালোবাসা, মায়া মহব্বত আমাকে আনন্দিত করেছে। আমি গুনাহগার বান্দা। আমার সৌভাগ্য আলেম-ওলামাদের দোয়া-ভালোবাসা পেয়েছি।

দেশের মাদ্রাসা শিক্ষার ধারা শত বছরের পুরনো বলেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, এর মাধ্যমে ইসলামের জ্ঞান চর্চা, সভ্যতা প্রসারিত হয়েছে। ইসলাম মানেই শান্তির ধর্ম। ইসলাম মানুষের কল্যাণের জন্য। কিন্তু কিছুলোক ইসলামের লেবাস ধরে উগ্রপন্থী আচরণ করে। ধর্মই হচ্ছে নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি। বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ারও কঠোর সমালোচনা করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, খালেদার জনসভায় লোক আসে না। হরতাল ডাকলে হরতাল হয় না। অবরোধ হয় না। পদ চলে যাবে বলে তিনি দলের নেতাদের ভয় দেখিয়েছেন। এরপরেও নেতারা আসে নাই। ভয় দেখালেও তিনি নিজের দলের নেতাদেরই নামাতে পারেননি।

পাবলিক অবরোধ মানছে না মন্তব্য করে মন্ত্রী বলেন, দেশের সব জায়গায় গাড়ি ঘোড়া চলছে। ইজতেমার দিনেও তারা অবরোধ দিয়েছে। গত বছর ২ মাস পেট্রোল বোমা দিয়ে ওরা মানুষ পুড়িয়ে মেরেছে। যুদ্ধের মধ্যেও গত বছর পহেলা জানুয়ারি আমরা বই দিয়েছি। খালেদার জিয়ার প্রতি আহবান জানিয়ে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, সামনে এইচ.এস.সি ও দাখিল পরীক্ষা। আপনি এ সন্তানদের ভবিষ্যত নষ্ট করবেন না। অশান্তি সৃষ্টি করবেন না। মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব মাওলানা শাব্বির আহমেদ মোমতাজী বলেন, অবরোধ অনৈসলামিক কাজ। অবরোধে মানুষের কষ্ট হয়। এক শ্রেণীর মানুষ সুন্দর মাদ্রাসা শিক্ষাকে মানুষের কাছে এবং সরকারের কাছে হেয় করার জন্য বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে অভিযোগ করে তিনি বলেন, বিভিন্ন বই পুস্তক রচনা করে বিলি করছে। এবং তারা প্রচার করছে মাদ্রাসা শিক্ষায় জঙ্গিবাদ ও মওদুদীবাদ রয়েছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাদ্রাসা শিক্ষা একটি আদর্শ শিক্ষা। এখানে জঙ্গিবাদ, মওদুদীবাদসহ কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ নেই। বরং কতিপয় ব্যক্তি সরকারের সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষকদের সঙ্গে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করার পাঁয়তারা করছে। এ বিষয়ে তিনি শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রসঙ্গত, ৪৪ তম শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা রোববার (১১ জানুয়ারি) ময়মনসিংহে শুরু হচ্ছে। এ অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই শনিবার রাতে ময়মনসিংহে আসেন শিক্ষামন্ত্রী।